দৈনিক সংবাদ

তারিখ 22 JAN 1998
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

বিইউপি'র গোলটেবিল আলোচনা

প্রাথমিক পর্যায়ে ধর্মভিত্তিক নৈতিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল বুধবার রাজধানীতে জাতীয় শিক্ষানীতির উপর এক আলোচনায় বক্তারা প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে প্রতিটি ধর্মের পৃথক ধর্মশিক্ষার বদলে সকল শিক্ষার্থীর জন্য একই বিষয় হিসেবে প্রধান চারটি ধর্মের নৈতিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করেছেন।

বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদের উদ্যোগে পরিষদের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষানীতির উপর গোলটেবিল আলোচনায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদের চেয়ারম্যান ডঃ কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। আলোচনায় অংশ নেন শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা আবদুল্লা আল-মুতী শরফুদ্দিন, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক কাজী সালেহ আহমদ, সাবেক সচিব মুজিবুল হক, অধ্যাপক আইনুন নিশাত, অধ্যাপিকা শরিফা খাতুন, ডঃ ইউসুফ জাই, জাহানারা বেগম ও সাইফুল ইসলাম।

শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক বলেন, বর্তমান সরকার তার নির্বাচনী অঙ্গীকার হিসেবে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নে হাত দিয়েছে। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য কার্যকর শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করা। তিনি বলেন, জাতীয় শিক্ষা নীতি প্রণয়ন কমিটির রিপোর্ট নিয়ে সমাজের সকল স্তরে আলোচনার পর তা সংসদে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষাব্যবস্থা তদারকির দায়িত্ব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর ছেড়ে দেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। এক্ষেত্রে শিক্ষকরাই স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতার আওতায় যেতে চান না বলে মন্ত্রী জানান। তিনি আরো জানান, বর্তমানে প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মাঝে শিক্ষাগত যোগ্যতার যে পার্থক্য রয়েছে তা অসঙ্গতিপূর্ণ। এই অসঙ্গতি দূর করার পদক্ষেপ নেয়া হবে। এছাড়া ইংরেজি স্কুল এবং মাদ্রাসাতেও সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে অভিন্ন পাঠ্যক্রম চালু হবে। নতুন শিক্ষানীতির আলোকে নতুন পাঠ্যক্রম প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে বলেও তিনি জানান।

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্য আবদুল্লা আল-মুতী শরফুদ্দিন কমিশনের রিপোর্টের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করেন। তিনি এই রিপোর্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা ছিল বলেও উল্লেখ করেন।

কমিটির অপর সদস্য অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম বলেন, পৃথিবী আজ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। উপগ্রহ এবং ইন্টারনেট যোগাযোগের মাধ্যমে বিশ্বগ্রাম প্রতিষ্ঠা হতে চলেছে। আমরা যদি আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে যুগোপযোগী না করে তাল মেলাতে না পারি তাহলে যে অন্ধকারে আছি সেখানেই রয়ে যাব।

সাবেক সচিব মুজিবুল হক প্রস্তাবিত

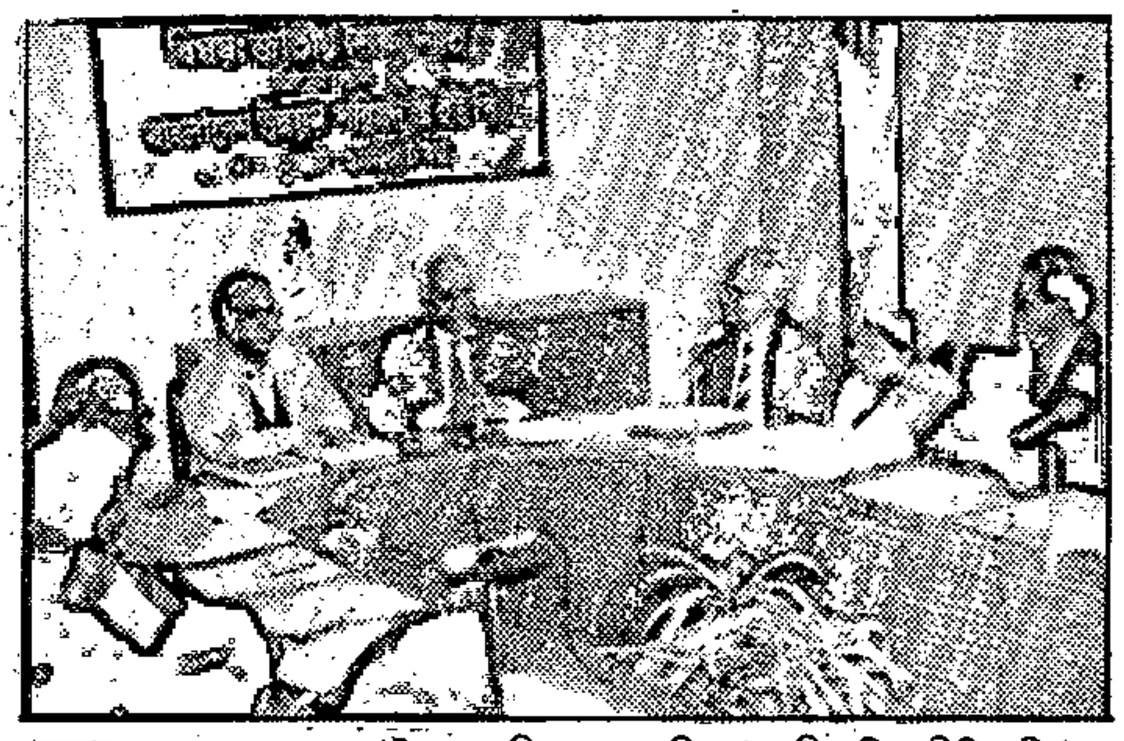

গতকাল বুধবার বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ আয়োজিত 'জাতীয় শিক্ষানীতি' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় বক্তব্য রাখেন শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক। —সংবাদ

শিক্ষানীতিতে উল্লেখ করা শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের প্রশংসা করেন। তবে তিনি মাদ্রাসা শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সমন্বিতকরণের চেষ্টার বিরোধিতা করে বলেন, ধর্ম সম্পর্কে উচ্চতর জ্ঞান লাভের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা থাকতে পারে। কিন্তু মাদ্রাসা থেকে শিক্ষা নিয়ে সাধারণ শিক্ষায় প্রবেশ করার ব্যবস্থা রাখা বাঞ্ছনীয় নয়। তিনি বলেন, প্রস্তাবিত শিক্ষা নীতিতে একদিকে অসাম্প্রদায়িক শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে আবার অন্যদিকে ধর্মশিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষার কথাও বলা হয়েছে, যা স্ববিরোধী।

অধ্যাপক কাজী সালেহ আহমদ বলেন, মাদ্রাসায় বর্তমানে ধর্মের মূল্যবোধ ও নৈতিকতা শিক্ষা দেয়ার বদলে মানুষকে মৌলবাদী বানাবার শিক্ষা দেয়া হয়। তাই বর্তমান মাদ্রাসা ব্যবস্থায় যাতে নৈতিকতা, চরিত্র গঠন ও মূল্যবোধ শিক্ষা দেয়া হয় সে ব্যবস্থা নেয়া দরকার।

অধ্যাপিকা শরিফা খাতুন বলেন, প্রাথমিক স্তরে শিশুদের ধর্মশিক্ষা না রাখাই ভাল। কারণ প্রকৃতভাবে ধর্ম শিক্ষা দেয়ার জন্য যে উদার মানসিকতাসম্পন্ন শিক্ষক দরকার আমাদের দেশে তাদের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা তদারকির ব্যবস্থা স্থানীয় পর্যায়ের হাতে তুলে দেয়ার সুপারিশ করেন।

ডঃ আইনুন নিশাত বলেন, প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে ২০১০ সালের মধ্যে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক শিক্ষা এবং হাইস্কুলগুলোতে একাদশ দ্বাদশ শ্রেণী খোলার সুপারিশ বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। কারণ এসব স্কুলে যে শিক্ষক আছে তাদের পক্ষে বর্তমান সময়ের একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর কঠিন বইপুস্তক পড়ানো সম্ভব নয়।

জাহানারা বেগম বলেন, বর্তমান ধর্মশিক্ষা ধর্মের প্রতি অনুরাগ থেকে আসছে না। এটা এসেছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থেকে। এই ধর্মশিক্ষা শিক্ষার্থীদেরকে ধর্মভীরু করার বদলে ধর্মান্ধ করে দিচ্ছে।

সাইফুল ইসলাম অসাম্প্রদায়িক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে ধর্মশিক্ষা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দেন। তিনি বলেন, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ইসলাম ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম ও খ্রীষ্ট ধর্ম- এ চারটি পৃথক বিষয় রাখার দরকার নেই। বরং একটিমাত্র বিষয় হবে ধর্মশিক্ষা, যার মধ্যেই থাকবে ইসলাম ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম ও খ্রীষ্ট ধর্মের বিষয়। এই চারটি ধর্ম নিয়ে হবে ১০০ নম্বরের একটি পূর্ণাঙ্গ বিষয়, যা সকল শিক্ষার্থীকে বাধ্যতামূলকভাবে পড়তে হবে। এই বিষয়ে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান শেখানোর বদলে ধর্মের মূল্যবোধ ও নৈতিকতা শিক্ষা দিতে হবে।

সকল বক্তাই ধর্মশিক্ষা বিষয়ে এই সুপারিশের সঙ্গে একমত পোষণ করে তা চালু করার পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানান।